দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 FEB 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

41

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সীটের রাজনীতি বন্ধ হোক

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় এক বছর অবস্থান করে এখানকার কথিত ছাত্র রাজনীতি দেখলাম। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের প্রায় সকল সীটই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের অধীনে। অলিখিতভাবে অবশ্যই। আপনি যে মতবাদের অনুসারীই হোন না কেন, কোন একটি দলের মিছিলে অংশ না নিলে সীট, পাওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার। এ মাসের প্রথম থেকেই নতুন একটা ব্যাচের অর্থাৎ '৮৭-৮৮ সেশন-এর ছাত্ররা আসতে শুরু করে আর এদের নিয়ে শুরু হয় সীটের জঘন্য রাজনীতি। দু'একটা ক্ষেত্রে কোন নবীন ছাত্রকে নিয়ে দু'দলের মধ্যে তুমুল টানাটানি হচ্ছে। বলা বাহুল্য, যার যত বেশী সীট আছে তার দলে সদস্যের সংখ্যা তত বেশী। মাঝে মাঝে ভাবি, এটাই কি বিশ্ববিদ্যালয়! যেখান থেকে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধাররা শিক্ষা গ্রহণ করছে। যেসব ছাত্ররা স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত তারা 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনে' কি ভূমিকা রাখবে?

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন অজ্ঞাত কারণে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। অথচ ইচ্ছা করলেই তারা যথাযথ ভূমিক রাখতে পারেন। সাধারণ ছাত্রদের প্রাণের দাবী 'মেধা ভিত্তিক সীট বন্টন করা হোক'।

আমাদের বোঝা উচিত যে, এ ধরনের অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যই প্রতিক্রিয়াশীলরা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের চক্রান্ত করবার সুযোগ পায়।

অতএব সচেতন ছাত্রদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি আমার অনুরোধ, অবিলম্বে মেধার ভিত্তিতে সীট বন্টনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

ইকবাল কবীর আকন্দ,
৪০৭-এ, সোহরাওয়ার্দী হল,
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।